সমকাল

তারিখ ...19 AUG 2015...
পৃষ্ঠা ...১৩... কলাম ...৭.....

সরকারি কলেজ শিগগিরই পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে যাচ্ছে

■ সাব্বির নেওয়াজ

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে দেশের ৩১১টি সরকারি কলেজ পুরনো ও বড় পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে নিতে প্রক্রিয়াগত কার্যক্রম শুরু করেছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়। ২৩ বছর আগে সরকারি কলেজগুলো পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ছিল। ১৯৯২ সালে এগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এজন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় আইন সংশোধন করা হচ্ছে। একই সঙ্গে নতুন চারটি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমোদন দিতে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে সারসংক্ষেপ পাঠানো হচ্ছে। পাশাপাশি শিক্ষা আইন, বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি) আইন ও বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য 'অ্যাক্রিডিটেশন কাউন্সিল' আইনও চূড়ান্ত করতে যাচ্ছে এ মন্ত্রণালয়।

শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নীতিনির্ধারণী সভা আজ

শিক্ষা খাতের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ নীতিনির্ধারণী এক সভা আজ বুধবার সকাল ১০টায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সভাকক্ষে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে। মন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ এতে সভাপতিত্ব করবেন। আজকের সভায় গুরুত্বপূর্ণ একাধিক সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে বলে মন্ত্রণালয় সূত্র নিশ্চিত করেছে। সূত্র জানায়, মন্ত্রীর দায়িত্ব নেওয়ার পর নুরুল ইসলাম নাহিদ মন্ত্রণালয়ের অধীন সব দপ্তর ও উইং প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের নিয়ে এ ধরনের কয়েকটি সভা করেছেন। আজকের সভায়ও তারা উপস্থিত থাকবেন।

আজকের সভা উপলক্ষে গতকাল মঙ্গলবার শিক্ষামন্ত্রী সব দপ্তর ও উইং প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকদের একটি নোট পাঠিয়েছেন। সেখানে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ২৬টি বিষয়ে প্রস্তুতি নিয়ে আসতে কর্মকর্তাদের নির্দেশ দিয়েছেন। এ নোট সমকালের হস্তগত হয়েছে। সেখানে এক নম্বর বিষয় হিসেবে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা অনুসারে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন থেকে সরকারি কলেজগুলোকে বের করে এনে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। জানা গেছে, গত বছর ৩১ আগস্ট ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৭

সরকারি কলেজ শিগগিরই

[তৃতীয় পৃষ্ঠার পর]

দেওয়া প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি। সর্বশেষ গত ৫ আগস্ট ইউজিসির চেয়ারম্যান ও সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলে তিনি আবারও একই নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেন, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওপর চাপ কমাতে সরকারি কলেজগুলোকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আওতায় দ্রুত আনা দরকার। স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত করতে প্রধানমন্ত্রী তাগিদ দিয়ে বলেন, তবে বেসরকারি কলেজগুলো জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনেই থাকবে। মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, সারাদেশের মোট সরকারি কলেজের সংখ্যা এখন ৩১১টি। এগুলোতে মোট শিক্ষক সংখ্যা ১৪ হাজার ৬৩২। তাদের মধ্যে দুই হাজার ৭৫৫টি পদ এখন শূন্য রয়েছে।

শিক্ষামন্ত্রীর দেওয়া নোটে নতুন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের আবেদন নিষ্পত্তি করার কথাও বলা আছে। জানা গেছে, যাচাই-বাছাই শেষে শিগগির অন্তত চারটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের অনুমতি দেওয়া হতে পারে। দেশে এখন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৮৩টি। আর নতুন আবেদন জমা আছে ১০৮টি। এর মধ্যে ৮২টি সম্পর্কে প্রাথমিক তথ্য জানা গেছে। এর মধ্যে রাজধানী ও বিভাগীয় শহর মিলিয়ে ২০টি জেলাতেই এসব বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করতে চাচ্ছেন উদ্যোক্তারা। এই ২০ জেলার মধ্যে ১০টিতে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে। অথচ সেখানে আরও ৫২টি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার অনুমোদন চাওয়া হয়েছে। নতুন আবেদনকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে রয়েছে– জাতীয় পার্টির নেতা রুহুল আমীন হাওলাদারের নামে 'রুহুল আমীন ইউনিভার্সিটি অব সাউথ বেঙ্গল' (বরিশাল), বরিশালের প্রয়াত মেয়র শওকত হোসেন হিরণের 'রেডব্রিক ইউনিভার্সিটি' (বরিশাল), রাজশাহী সিটি করপোরেশনের সাবেক মেয়র ও আওয়ামী লীগ নেতা এ এইচ এম খায়রুজ্জামান লিটনের 'রাজশাহী সিটি বিশ্ববিদ্যালয়', ড. আবুল হোসেনের 'খাজা মঈনুদ্দীন ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি', ক্যামব্রিয়ান কলেজের চেয়ারম্যান লায়ন এম কে বাশারের নামে 'ক্যামব্রিয়ান ইউনিভার্সিটি', পিএইচপি গ্রুপের ইউআইটিএস চট্টগ্রাম, আর বেস্টওয়ে গ্রুপ অনুমোদন চেয়েছে নারায়ণগঞ্জে 'বেস্টওয়ে ইউনিভার্সিটি'। জানা গেছে, প্রস্তাবিত এসব বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিদর্শন কাজ এরই মধ্যে শেষ হয়েছে। এসবের মধ্য থেকে অন্তত চারটি অনুমোদন পেতে যাচ্ছে।

শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র জানায়, দেশের যেসব উপজেলায় সরকারি হাই স্কুল বা কলেজ নেই, সেখানে একটি করে স্কুল ও কলেজ সরকারিকরণ করার জন্য এক মাসের মধ্যে তালিকা, বিধিমালা ও ব্যয়ের পরিমাণ স্থির করা বিষয়ে আজকের সভায় সিদ্ধান্ত হতে পারে। একই সঙ্গে সব উপজেলায় টেকনিক্যাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ প্রকল্প বাস্তবায়ন, অ্যাক্রেডিটেশন কাউন্সিল, শিক্ষা আইন ও ইউজিসি আইন চূড়ান্তকরণ, সর্বস্তরে শিক্ষকদের দ্রুত পদোন্নতি, নায়েমের জন্য একটি নতুন প্রকল্প গ্রহণ, মেধা অন্বেষণ প্রতিযোগিতার পুরস্কার বিতরণের তারিখ নির্ধারণ, অবসর সুবিধা বোর্ড পুনর্গঠন ও এর তহবিল বাড়ানো, জেএসসি-জেডিসির প্রশ্ন ফাঁস রোধে পদক্ষেপ গ্রহণ, আগুলিয়ায় অটিস্টিক একাডেমির কাজ দ্রুত শুরু করা, যথাসময়ে পাঠ্যবই ছাপানো ও পাঠানোর বিষয়ে আজকের সভায় আলোচনা করা হবে।

জানা গেছে, চলতি বছরের এইচএসসির ফল খারাপ হওয়ার কারণ নিয়েও আজকের সভায় মূল্যায়ন করা হবে। গত ৯ আগস্ট ফল প্রকাশ হওয়ার পর নানা ধরনের আলোচনা হচ্ছে। মন্ত্রণালয় মনে করে, বিভিন্ন স্তরে ফলের পর্যালোচনা করা প্রয়োজন। এজন্য সব শিক্ষা বোর্ডের আওতায় কমপক্ষে বিভিন্ন মানের ২০টি প্রতিষ্ঠানের ফলাফল পর্যালোচনা করে এক মাসের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে রিপোর্ট দিতে বলা হবে। এর বাইরে বেতন স্কেল নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের আন্দোলন, এমপিওভুক্ত শিক্ষকদের পে স্কেলে অন্তর্ভুক্ত করা, বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের ওপর ভ্যাট আরোপে তাদের ক্ষোভ, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের অভ্যন্তরীণ বিরোধ নিরসন, জাহাঙ্গীরনগর ও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্যার সমাধান নিয়েও আজকের সভায় আলোচনা করা হতে পারে।